স্বপ্নের কালো মেঘ

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বেলেঘাটার এবং বাগবাজারের দেড়খানা ঘরের ভাড়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে রোহিত এবং রাত্রিলেখা যখন সল্টলেকের প্রশস্ত প্রায় নির্জনরাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাত ধরাধরি করে, হাত ধরাধরি না করে চারিদিকের অতি আকর্ষণীয় ফ্ল্যাটগুলো বাড়িগুলো দেখতে দেখতে বাল্য বন্ধু সনাতন বিশ্বাসের সদ্য-কেনা বিশাল ফ্ল্যাট বাড়িতে যেত, ফোনে সনাতনের ডাকে 'চলে আয় শালা, রাত্রিলেখাকে সঙ্গে আনবি, সাথে কবিতা আনবি। দুজন কবি আসবে। তোকে চেনে', তখন ওদেরও ইচ্ছে হত ওরাও একদিন চাকরি পেলেই প্রথমেই একটা ফ্ল্যাট কিনবে, সাজাবে। দৈনিক পত্রিকা, নানা রকম রঙিন জার্নাল পড়তে পড়তে রোহিত ও রাত্রিলেখা যখন দেখত ফ্ল্যাটের বিজ্ঞাপন 'দৃশ্যের পরিবেশ, সবুজের পরিবেশ বা এতটুকু আশা ফ্ল্যাটের বাসা', দেখত ফ্ল্যাটের ডিজাইন, ম্যাপ, সুযোগ-সুবিধা, অঙ্কের পরিমাণ, কিস্তিতে কিস্তিতে মূল্য শোধ, তখন ফ্ল্যাটের রঙিন ছবি ওদের কে হাতছানি দিত, 'এসো, আমাকে আলিঙ্গন করো'। সে সময় স্বপ্নের সলতেতে তেল দিয়ে ওরা শপথ নিত, 'চাকরি পেলেই প্রথমে কিনবো একটা ফ্ল্যাট'।

অবশেষে ওরা একদিন চাকরি পেল। রোহিত পেল কেরানির চাকরি, প্রাইভেট অফিসে সামান্য বেতন। রাত্রিলেখা পেল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ইংরেজি শিক্ষিকার চাকরি। সামান্য বেতন। তারপর ওরা বিয়ে করলো সনাতন বিশ্বাসের দামি গাড়িতে চেপে রেজিষ্ট্রি অফিসে গিয়ে। সনাতন সেদিন রাত্রিলেখাকে ওর দুটি উপন্যাস এবং বালুচরি শাড়ি প্রেজেন্ট করলো। ইন্দ্র সেন নামে সে লেখে। রাত্রিলেখা জানতো। পরে ইন্দ্র সেন বললো, 'তোদের নামে হোটেল বুক করছি আজকের রাতের জন্যে, এনজয় কর। পাশের মে আমি থাকবো। তোদের বিয়েতে ওটাই আমার স্পেশাল প্রেজেন্টেশন'। রোহিত উত্তর দেয়, 'ঠিক কাজ করিস নি। আমাকে বলা উচিত ছিল'। রোহিতের মুখে হাসি ছিল। রাত্রিলেখাও হাসতে হাসতে বলে, 'আমার দিদির বাড়ি আজ থাকবো। বলা আছে'। রাত্রিলেখা মিথ্যার আশ্রয় নিল। ইন্দ্র সেন চটপট প্রসঙ্গ পাল্টে বলে, 'ঠিক আছে। বুকিং এডভান্সটা যাবে। চল গাড়ি করে তোদের বাড়ি পৌঁছে দেই। সেখান থেকে তোরা দিদির বাড়ি যাস। 'না, গাড়ি নয়, এবার আমরা রিক্সা করে দিদির বাড়ি যাব। রোহিতকে নিয়ে রিক্সায় বেড়াতে আমার ভীষণ ভাল লাগে'। – রাত্রিলেখা মনের ইচ্ছা খুলে বলে।

রাত্রিলেখার উপর সনাতনের একটা গোপন লোভ আছে। সে এমন সুন্দর মার্জিত মহিলা এর আগে দেখে নি। ইন্দ্র সেন পার্টিতে যায়,মদ্যপান করে, রিসোর্টে মেয়েদের নিয়ে ফূর্তি করে। কোন কোন জায়গায় রোহিতকে নিয়ে যায়। রোহিত কবিতা লেখে। ওর এসব অভিজ্ঞতা ভাল লাগে। কিন্তু রোহিত কোনদিন এক পয়সাও সনাতনের কাছ থেকে ধার চায়নি। সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে ভালবাসে। ওর নিজস্ব একটা অহংকার আছে। একদিন সনাতন কফি হাউসে রাত্রিলেখার সামনে বলেছিল, 'রোহিতের কাছে আমার ব্ল্যাঙ্ক চেক রইল। যত অঙ্কের টাকা সে বিপদে আপদে চাইবে আমি দেব। আর তোমাকেও বলি রাত্রিলেখা, আমি যদি কোনদিন সিরিয়াল প্রডিউস করি, তোমাকেই প্রধান রোলটি করতে হবে। তখন কোন রকম অজুহাত শুনবো না।' সনাতনকে কোন মহিলার অনিচ্ছার বিদ্ধে কাজ করতে হয় না। টাকার শিকারে গোপনে সবাই ধরা দেয়। না দিলেও, সনাতনের মস্ত গুণ সেই মহিলার প্রতি তার কোন রাগ বা প্রতিহিংসা জমা থাকে না।

বাগবাজার থেকে রাত্রিলেখা বৌ হয়ে রোহিতের ঘরে আসে। তিনজনের সংসার, রোহিত-রাত্রিলেখা এবং রোহিতের বিধবা মা। আবার ওরা স্বপ্ন দেখে ফ্ল্যাটের। একদিন সনাতনকে স্বপ্নের কথা বলে দুজনে ওর ফ্ল্যাটে আসে, শুনে সনাতন উত্তর দেয়, 'মধ্যমগ্রামে আমার মাসির ছেলে নিজের ফ্ল্যাটটা বিক্রি করে দেবে। তুই এক লাখ টাকা দিয়ে ঢুকে যাবি। পরে তিন লাখ মাসিক কিস্তিতে শোধ করে দিবি। তোর কোন ভয় নেই সব ব্যবস্থা আমি করে দেবো। কি বলো, রাত্রিলেখা?' রাত্রিলেখা বলে, 'তাহলে তো খুব ভালই হয়'। এসব কথায় সনাতনের সততাকে একশভাগ বিশ্বাস করে রোহিত।

'কিন্তু সনাতন সামান্য জমানো টাকা নিয়ে, মা'র ও রাত্রিলেখার সোনা-দানা বিক্রি করে ৪০/৫০ হাজার টাকা হতে পারে। বাকি টাকা!' যে স্বভাবে সনাতন চটপট উত্তর এবং সিদ্ধান্ত নেয়, সেভাবেই সে বলে, 'বাকি টাকা আমি দেব'। বলেই সনাতন, লেখক ইন্দ্র সেন ভয়ংকর কঠিন এক অমানবিক শর্ত রোহিত এবং রাত্রিলেখাকে জানাল দ্বিধা-সংকোচ-সৌজন্য পেচ্ছাবের মতো ভাসিয়ে দিয়ে, 'এক রাত্তিরের জন্য রাত্রিলেখাকে নিয়ে আমি এক রিসোর্টে রাত কাটাবো'। কিভাবে যে চির-বন্ধুত্বের ফাটল ধরে ওরা কোনদিন বুঝতে পারত না, আজ বুঝতে পারল। এটা কি সনাতনের স্বভাব সুলভ ঠাট্টা, না বদ ইয়ার্কি? ওরা বুঝুক, না বুঝুক কিন্তু এখন এই মূহুর্তে ওরা স্থাণুবৎ।

ওদের দুজনের পাথরের মূর্তির মতো উজ্জ্বল মুখ দুটি, আচমকা একটা স্বপ্নের ঘন কালো মেঘে ঢাকা পড়ে গেল।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com